بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Revised Edition, Nov 2021

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন–১

কুরআন ও বিজ্ঞান

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.
খলীফা, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ. ও
মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

সংকলন
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

বয়ান সংকলন কুরআন ও বিজ্ঞান
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৪-২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মূদ্রিত; +8801730706735
দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রকাশ : রবিউল আওয়াল ১৪৪৩ / নভেম্বর ২০২১
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৬ / নভেম্বর ২০১৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ, সাইদুর রহমান

ISBN : 978-984-91175-2-0 Price : USD 12.00

মূল্য : **৳৩০০** (উন্নত সংস্করণ); **৳২৪০** (সাধারণ)

অনলাইন বিক্রয়
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ও ইলমী ব্যক্তিত্ব। তার দুনিয়া বিমুখতা, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ঐকান্তিক পরিশ্রম, উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মানবোধ ও ভালোবাসা, শরীয়ত ও সুন্নাতের ওপর সার্বক্ষণিক আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা—ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারের জন্য এক উত্তম আদর্শ। তিনি ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৫৫), ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫৭) এবং বুয়েট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১৯৬১) পাশ করেন। পরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ও ইংলিশ ইলেট্রিক কোম্পানিতে চাকুরী এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)-তে দীর্ঘসময় শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি অনেক আল্লাহওয়ালার সোহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে তিনি হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর নিকট বাইআত হন। তারপর থেকেই তার জীবন, ইলম-আমল ও আখলাকে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর খাদেম হিসেবে পবিত্র হজের সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর ইন্তেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর সাথে সম্পর্কিত হন। ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি নিজে আলেম নই। উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি।'

মাকাতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রফেসর হযরতের অনবদ্য বয়ানসমূহ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষমাণ গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড—*কুরআন ও বিজ্ঞান*। বিভিন্ন মজলিসে তার কুরআন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বয়ানসমূহের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি বয়ান এখানে সংকলন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহে

আমাকে তা সংকলন করার সুযোগ ও তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ এ কাজকে কবুল করুন।

এ গ্রন্থে বেশিরভাগ বয়ানেই বিজ্ঞানের সমসাময়িক আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে চৌদ্দশ বছর আগে নাযিল হওয়া কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক মানুষ, যারা সবকিছুই বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন, এই সংকলনটি তাদের চিন্তা-চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। কুরআন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। বিজ্ঞানের বাইরেও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মানুষ এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। কখনো পারবেও না। এর মধ্যে ইসলামের মূল বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ অন্যতম। এসব বিষয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মুখাপেক্ষী নয়। চৌদ্দশ বছর আগে মানুষ যখন বিজ্ঞানের কিছুই জানত না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ এমন অনেক সংবাদ দিয়েছেন, যেগুলো এখন কেবল মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে। এ বোধকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করা এবং তার শোকরগুজারী করাই বান্দার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ গ্রন্থে সেদিকেই আহ্বান করা হয়েছে। পাঠককে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে এ বয়ানসমূহ এক অনির্বচনীয় উৎস হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা প্রফেসর হযরতকে পরিপূর্ণভাবে এর বদলা দিন। আমাদেরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন।

আমরা গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
১৫ রমযান ১৪৩৯ / ১ জুন ২০১৮

সূচিপত্র

কুরআন ও বিজ্ঞান ৯
আনুষ্ঠানিক মাহফিল, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

কুরআন—মনে করিয়ে দেওয়ার স্মারক ৪৩
মসজিদ মিশন সেন্টার, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক
২ মে ২০১৪

আমাদের সৃষ্টি ও গন্তব্য ৬১
বাইতুল মোকররম মসজিদ, ড্যানবারি, নিউইয়র্ক
১৭ মে ২০১৪

বিজ্ঞান ও পবিত্র কুরআন ৮৩
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী, চট্টগ্রাম
৬ মে ১৯৯৮

সূরা ইয়াসীন : হার্ট অব দি কুরআন ১১৫
ঘরোয়া মাহফিল, বুয়েট আবাসিক এলাকা, ঢাকা
১২ এপ্রিল ২০০৫

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ
عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানী লোকেদের জন্য বহু নির্দশন। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) 'হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর।' (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৯০-১৯১)

কুরআন ও বিজ্ঞান

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল অডিটরিয়ামে শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে সকাল দশটায় এক ঘণ্টাব্যাপী এই বয়ান করেন। হযরত *কুরআন ও বিজ্ঞান* শিরোনামে বিষয়ভিত্তিক বয়ান করেন। কুরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। এটা একটা আত্মিক হাসপাতাল। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে আছে। তার গন্তব্য সম্পর্কে বেখেয়াল। এজন্য কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তার সৃষ্টি জগতের বর্ণনা দিয়েছেন। বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার অনেকক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং তার সৃষ্টি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। মানুষ বিজ্ঞানের চর্চাকে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করার জন্যই ব্যবহার করবে। আখেরাতের জন্য নিজেকে তৈরী করবে। কেবল বিজ্ঞানের বস্তুভিত্তিক গবেষণা ও আলোচনায় দুনিয়া নিয়ে বিভোর থাকবে না। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

“কুরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। কুরআন ইতিহাসের গ্রন্থ নয়। কুরআন দর্শনেরও গ্রন্থ নয়। কুরআন একটি আত্মিক হাসপাতাল যেখানে আত্মার চিকিৎসা হয়। ▸ পৃ. ১২

কুরআন ও বিজ্ঞান

نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ
أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْيدٍ وَّ
اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۞ وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ۞ وَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ فَفِرُّوْٓا اِلَى
اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ صَدَقَ اللّٰهَ الْعَظِيْمُ ۞
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি তার দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আপনাদের সাথে এখানে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমার ধারণা ছিল যে, মসজিদে জুমুআর খুতবার আগে কিছু কথা-বার্তা বলব। এজন্য আজ সকালে ঢাকা থেকে এখানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত অডিটরিয়ামে সকাল সাড়ে দশটার এই প্রোগ্রামের কথা আমার জানা ছিল না। আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। এটি আমার জন্যই হয়েছে। আমি সেজন্য মাফ চাই। আমাকে বিজ্ঞান ও কুরআন এর উপর কিছু কথা-বার্তা বলার জন্য বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের রক্ষণশীল উলামায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম হযরত মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে আমি অনেক মেলামেশা

করার সুযোগ পেয়েছি। আর তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য। হাকীমুল উম্মত মানে উম্মতের চিকৎসক। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৪৩ সালে ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ ভারত বিভক্তির চার বছর আগে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তিনি যে সব কথা-বার্তা বলেছেন, সে সব এখনো পাওয়া যায় এবং আজকাল বাংলায়ও অনুবাদ হয়েছে। বিজ্ঞান ও এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে তার একটি উক্তি আমার খুব পছন্দ। তিনি বলেছেন,

> কুরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। কুরআন ইতিহাসের গ্রন্থ নয়। কুরআন দর্শনেরও গ্রন্থ নয়। কুরআন একটি আত্মিক হাসপাতাল যেখানে আত্মার চিকিৎসা হয়।

কী চিকিৎসা? মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে তার স্রষ্টাকে জানা। তার প্রতিপালনকারীকে জানা। এরপর আল্লাহ তাআলা যেহেতু আসমান-পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন, কাজেই তিনি বান্দাদের তার পরিচয় দানের জন্য কুরআনে এ সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মূল লক্ষ্য একটিই, আল্লাহর দিকে ফেরা, তাকে জানা। তাকে চেনা। তার অনুগত হওয়া। তার শোকর আদায় করা। তার সত্তাকে বোঝার জন্য তার সৃষ্টিকে দেখা। আল্লাহ তাআলার মহত্ত উপলব্ধির জন্য তার সৃষ্টিকে দেখা। আর কুরআনের পাতায় পাতায় অপূর্ব ভঙ্গিতে এর উল্লেখ রয়েছে। আমি বয়ানের শুরুতে সূরা যারিয়াতের কয়েকটি আয়াত পড়েছি। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে,

وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْيدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

> আকাশ, এটাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং আমি এর সম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫১:৪৭)

এটি কুরআন মাজীদের ছাব্বিশ পারায় সূরা যারিয়াত-এর একটি আয়াত। আমি এখন কেবল এই একটি আয়াতই উল্লেখ করলাম। বাকী তিনটি আয়াত সম্পর্কে শেষের দিকে আলোচনা করব।

কুরআন মাজীদে আকাশ সম্পর্কে আলোচনা অনেক। ছাব্বিশ পারার আরেকটি সূরা ক্বফ। পঞ্চাশ নম্বর সূরা। এ সূরায় আল্লাহ বলেন,

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ

তারা কি তাদের মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কী ভাবে আমি সেটিকে বানিয়েছি এবং কী ভাবে সেটিকে সাজিয়েছি? তাতে কোনো ছিদ্র নেই। (সূরা ক্বফ, ৫০:৬)

এখানে আয়াতটি শুরু হয়েছে এই বলে যে, তারা কি তাকিয়ে দেখে না? আর এ রকমের আয়াত কুরআনে ভরা। মানে তুমি তোমার মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। আর এ কথার আরও সরাসরি ব্যাখ্যা আছে সূরা আলে-ইমরানে। সেটি আপনাদের অনেকেরই মুখস্থ,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ

নিশ্চয়ই আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি-দিনের পরিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৯০)

এ রকমের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। আমপারার সূরা নাযিয়াতে রয়েছে,

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ۝ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

তোমাদের তৈরি করা কঠিন, নাকি আকাশ? তিনি এটিকে বানিয়েছেন। তিনি এটিকে উঁচু করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (সূরা নাযিয়াত, ৭৯:২৭-২৮)

এরকম সূরা মূলক-এর মধ্যে রয়েছে,

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ۝

তিনি সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও। কোনো

ফাটল দেখতে পাও কী? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মূলক, ৬৭:৩-৪)

চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন মাজীদের আয়াত! আবার,

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

অবিশ্বাসীরা কি দেখে না আকাশ ও পৃথিবী একত্রে ছিল। তারপর আমি দুটিকে আলাদা করেছি। (সূরা আম্বিয়া, ২১:৩০)

কুরআনের মধ্যে এ রকমের আয়াত অনেক। সূরা ইয়াসীন-এর মধ্যে আল্লাহ বলছেন,

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী, আমি একে সঞ্জীবিত করি (নতুন জীবন দেই) এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শষ্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৩)
আবার,

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُوْنَ

তাদের জন্য একটি চিহ্ন রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনি তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৭)

অপূর্ব শব্দ কুরআনের! نَسْلَخُ শব্দের মানে একটি খাসি জবাই করার পর তার চামড়াটা যেমন সরিয়ে নেওয়া হয়, সেরকম সরিয়ে নেওয়া। সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতের মানে হচ্ছে, তাদের জন্য একটা নিদর্শন হচ্ছে রাত। তার চারদিকে দিনের আবরণ উঠিয়ে নেই। তারা অন্ধকারে পড়ে থাকে। যেন দিন হচ্ছে রাতের উপর একটা আবরণ। রাত হচ্ছে দিনের উপর একটা আবরণ।

আমি কেবলই কয়েকটি আয়াত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আজকে সময় অনেক কম। আমি আগেই বলেছি, কুরআন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। আমার